সমকাল

2 8 MAR 2026

বাণিজ্য ও শ্রম ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত নিয়ে বিশ্লেষকরা

উদ্বেগ নয়, সতর্কতা প্রয়োজন

আবু হেনা মুহিব

বেশ কয়েক বছর ধরে প্রধান শিল্প বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন কাঠামোয় অটোমেশন যুক্ত হয়েছে। এতে শ্রমিকের চাহিদা কমেছে। নিয়ম মেনে অনেক শ্রমিককে কাজ থেকে বিদায় দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অনেক শ্রমিকই পেশা বদল করেছে। এই বাস্তবতা বলছে, দেশে জোরপূর্বক শ্রমিকদের কাজ করানোর কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদনের সুযোগ নেই দেশের কোনো খাতে। ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি তদন্তে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলছেন উদ্যোক্তারা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নে এক ধরনের নৈতিক চাপ তৈরি করতেই এ ধরনের তদন্তের কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেন বাণিজ্য বিশ্লেষকরা। এ কারণে বাংলাদশকে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) সম্প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদন বা সক্ষমতার বিষয়ে বাংলাদেশসহ ১৬ দেশের ওপর তদন্ত শুরুর কথা জানায়। এরপর বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশে জোরপূর্বক শ্রম বন্ধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ কিনা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। এই তদন্তের মাধ্যমে যেসব দেশের বিরুদ্ধে 'অন্যায্য' বাণিজ্য কার্যক্রমে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেসব দেশের পণ্যের ওপর আমদানি কর আরোপ করতে পারবে।

দেশভেদে ভিন্ন হারে উচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ সর্বোচ্চ আদালতে বাতিল হওয়ায় অন্য কোনো পন্থা খুঁজছিল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে এবার বাংলাদেশসহ ১৫ দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কিনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধির

> বাংলাদেশের জন্য এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমমান উন্নয়ন, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

অধ্যাপক সেলিম রায়হান
নির্বাহী পরিচালক
সানেম

> বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসে জোরপূর্বক শ্রমের নজির কখনোই ছিল না। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কমপ্লায়েন্স এখন বিশ্বস্বীকৃত

ইনামুল হক খান বাবলু
সিনিয়র সহসভাপতি
বিজিএমইএ

> অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও সিমেন্টের বেলায়। কিন্তু সিমেন্টকে যুক্ত করার কোনো কারণ ছিল না, কারণ সিমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয় না

মো. হাফিজুর রহমান
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদন করার কারণে পণ্যের দাম যৌক্তিক দামের থেকে কম থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র অন্যায্য বাণিজ্য চর্চা মনে করবে এবং সে দেশের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষণা সংস্থা সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত দুটির একটি বৈশ্বিক শিল্প খাতে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা এবং অন্যটি জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগ নিয়ে। বেশের রপ্তানি ভিত্তি হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. হাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া বাণিজ্য চুক্তি এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড-এআরটি যেন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পিছপা না হয়, সে ব্যাপারে এক ধরনের নৈতিক চাপ তৈরি করতেই এ ধরনের তদন্তের কথা বলা হয়েছে। অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও সিমেন্টের বেলায়। কিন্তু সিমেন্টকে যুক্ত করার কোনো কারণ ছিল না। সিমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয় না। মার্কিন ব্র্যান্ড ক্রেতাদের নেতৃত্বাধীন জোট 'অ্যালায়েন্স' ও ইউরোপিয়ানের ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের জোট 'অ্যাকর্ড'-এর তৎপরতার ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কমপ্লায়েন্স এখন বিশ্বস্বীকৃত। সেখানে জোরপূর্বক শ্রমের প্রশ্নই আসে না। ১৯৯৬ সালে শতভাগ শিশুশ্রমমুক্ত শিল্প হিসেবে তৈরি পোশাক খাতকে ঘোষণা করা হয়েছে। এর পর থেকে শিশুশ্রমও নেই শিল্পে। অতীতেও যুক্তরাষ্ট্র বহুবার এ ধরনের তদন্ত করেছে। তারা আবারও করবে, এতে চিন্তিত

তদন্তে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলছেন উদ্যোক্তারা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নে এক ধরনের নৈতিক চাপ তৈরি করতেই এ ধরনের তদন্তের কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেন বাণিজ্য বিশ্লেষকরা। এ কারণে বাংলাদেশকে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) সম্প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদন বা সক্ষমতার বিষয়ে বাংলাদেশসহ ১৬ দেশের ওপর তদন্ত শুরুর কথা জানায়। এরপর বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশে জোরপূর্বক শ্রম বন্ধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ কিনা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। এই তদন্তের মাধ্যমে যেসব দেশের বিরুদ্ধে 'অন্যায্য' বাণিজ্য কার্যক্রমে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেসব দেশের পণ্যের ওপর আমদানি কর আরোপ করতে পারবে।

দেশভেদে ভিন্ন হারে উচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ সর্বোচ্চ আদালতে বাতিল হওয়ায় অন্য কোনো পন্থা খুঁজছিল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে এবার বাংলাদেশসহ ১৫ দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কিনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর-ইউএসটিআর। গত বুধবার ইউএসটিআর এ ঘোষণা দেয়। এসব দেশের আইন, নীতি এবং চর্চা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের জন্য অযৌক্তিক, বৈষম্যমূলক বা প্রতিবন্ধকতামূলক কিনা, তা বের করা তদন্তের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ গত ৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে। চুক্তিটি এখনও কার্যকর হয়নি। চুক্তিতে বাংলাদেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে বাড়তি ১৯ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা রয়েছে। গত বছরের এপ্রিল মাসে ট্রাম্প ঘোষিত পাল্টা শুল্কহার ছিল ৩৭ শতাংশ। বাংলাদেশ সে দেশ থেকে পণ্য আমদানি বাড়ানোর নানা পদক্ষেপ নিলে ট্রাম্প প্রশাসন তা কমিয়ে ২০ শতাংশ করেছিল। তবে অর্থনীতিবিদরা বাণিজ্য চুক্তিটিতে যুক্তরাষ্ট্রকে বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে মত দিচ্ছেন। তারা বলছেন, চুক্তির কিছু ধারা অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকে সীমিত করে।

তদন্তের আওতায় ট্রাম্প প্রশাসন খতিয়ে দেখবে যে এসব দেশ তাদের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন কোনো সহায়তা দিচ্ছে কিনা, যার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষত কোনো দেশে যদি নিজ দেশের শিল্পের জন্য ভর্তুকি, কর সুবিধা বা নীতি সহায়তা

অধ্যাপক সেলিম রায়হান
নির্বাহী পরিচালক
সানেম

ইনামুল হক খান বাবলু
সিনিয়র সহসভাপতি
বিজিএমইএ

মো. হাফিজুর রহমান
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদন করার কারণে পণ্যের দাম যৌক্তিক দামের থেকে কম থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র অন্যায্য বাণিজ্য চর্চা মনে করবে এবং সে দেশের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষণা সংস্থা সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত দুটির একটি বৈশ্বিক শিল্প খাতে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা এবং অন্যটি জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগ নিয়ে। দেশের রপ্তানি কাঠামো বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত মূলত পোশাক রপ্তানি থেকেই আসে। ফলে 'অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা' নিয়ে তদন্ত ভবিষ্যতে শুল্ক বৃদ্ধি বা বাণিজ্য সীমাবদ্ধতার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজারকে অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

ড. সেলিম রায়হান বলেন, জোরপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত তদন্ত শ্রমমান ও কর্মপরিবেশের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের পোশাক খাতে নিরাপত্তা ও নজরদারিতে অনেক উন্নতি হলেও শ্রম প্রশাসন ও তদারকিতে এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের জন্য এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমমান উন্নয়ন, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। একই সঙ্গে রপ্তানি বাজার বৈচিত্র্য করা ও উচ্চমূল্যের পণ্যে এগিয়ে যাওয়া জরুরি। কারণ ভবিষ্যতের বৈশ্বিক বাণিজ্যে শুধু কম খরচে উৎপাদন নয়; বরং মান, বিশ্বাসযোগ্যতা ও শক্তিশালী নীতিগত কাঠামোই প্রতিযোগিতার মূল ভিত্তি হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. হাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া বাণিজ্য চুক্তি এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড-এআরটি যেন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পিছপা না হয়, সে ব্যাপারে এক ধরনের নৈতিক চাপ তৈরি করতেই এ ধরনের তদন্তের কথা বলা হয়েছে। অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও সিমেন্টের বেলায়। কিন্তু সিমেন্টকে যুক্ত করার কোনো কারণ ছিল না। সিমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয় না। আর তৈরি পোশাক খাতে এ ধরনের পরিস্থিতি আছে বলে মনে হয় না। জোরপূর্বক শ্রমের যে কথা বলা হয়েছে, সেটা বাংলাদেশে নেই। জোর করে কাউকে দিয়ে কাজ করানো হয় না।

তিনি মনে করেন, সমস্যা হতে পারে সংজ্ঞায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, যদি কোনো শ্রমিক নিরুপায় হয়ে যোগ্য মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়, তাকেই জোরপূর্বক শ্রম বলা যায়। এখানেও বাংলাদেশের খুব বেশি উদ্বেগের কিছু নেই। তারপরও তদন্তের বিষয়ে বাংলাদেশের যতটুকু উদ্বেগের বিষয় তা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত যদি নতুন করে বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং শুল্কের হার যদি প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে বেশি হয়, তখন সমস্যা হতে পারে।

তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, বাংলদেশের শিল্পের ইতিহাসে জোরপূর্বক শ্রমের নজির কখনোই ছিল না। রানা প্লাজা ধসের পর তৈরি পোশাক খাতের সংস্কার তদারকিতে মার্কিন ব্র্যান্ড ক্রেতাদের নেতৃত্বাধীন জোট 'অ্যালায়েন্স' ও ইউরোপিয়ানের ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের জোট 'অ্যাকর্ড'-এর তৎপরতার ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কমপ্লায়েন্স এখন বিশ্বস্বীকৃত। সেখানে জোরপূর্বক শ্রমের প্রশ্নই আসে না। ১৯৯৬ সালে শতভাগ শিশুশ্রমমুক্ত শিল্প হিসেবে তৈরি পোশাক খাতকে ঘোষণা করা হয়েছে। এর পর থেকে শিশুশ্রমও নেই শিল্পে। অতীতেও যুক্তরাষ্ট্র বহুবার এ ধরনের তদন্ত করেছে। তারা আবারও করবে, এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তের অংশ হিসেবে শুনানির জন্য বাংলাদেশের কাছে তারিখ চেয়েছে ইউএসটিআর। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে শুনানির সম্ভাব্য তারিখ জানতে চেয়েছেন। ঈদের দীর্ঘ ছুটির পরপরই শুনানির সম্ভাব্য তারিখ জানানো হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা নোটিফিকেশন প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে যে বিষয়টি কেবল জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা বা শুল্ক সংক্রান্ত। তবে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এ তদন্তের প্রভাব আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই পড়তে পারে। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, সম্ভাব্য শুনানিতে বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন খাতের উৎপাদন সক্ষমতা, শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধের অবস্থা, ওভারটাইম, শ্রম আইনের হালনাগাদ, রপ্তানি সক্ষমতা, সরকারি ভর্তুকি এবং শ্রম সংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাইতে পারে ইউএসটিআর।

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা ★ রপ্তানি উন্নয়ন

বণিক বার্তা
2 8 MAR 2026

রফতানি বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের হিস্যা ২ দশমিক ৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করছে তৈরি পোশাক খাত। এর পরই রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য; রফতানি বাজারে যার হিস্যা মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ। এর বাইরে অন্যান্য প্রধান রফতানি পণ্যের অবদান ২ শতাংশেরও কম।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রফতানি খাতে প্রতিযোগী দেশগুলো প্রতিনিয়ত পণ্য বৈচিত্র্যায়ণের দিকে ঝুঁকছে। বিপরীতে বাংলাদেশ এখনো একটি খাতের ওপরই নির্ভরশীল। ফলে এ খাতে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তা দেশের পুরো রফতানি আয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদ ও রফতানিসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ একমুখী নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি তৈরি করছে। বৈশ্বিক বাজারে চাহিদা, বাণিজ্যনীতি বা ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে পোশাক খাতে ধাক্কা এলে দেশের সামগ্রিক রফতানি আয় বড় ধরনের চাপের মুখে পড়তে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কারোপসহ নানা কারণে দেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হয়েছে। এছাড়া বৈশ্বিক মন্দা, মহামারী বা সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্নতার কারণেও পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তারা বলছেন, ভিয়েতনাম, চীন ও ভারতের মতো প্রতিযোগী দেশগুলো এরই মধ্যে

দেশের রফতানি আয়ে পোশাক খাতের পরই রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। রফতানির বাজারে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ হিস্যা নিয়ে এ খাতটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও এর প্রবৃদ্ধিতে খুব একটা তারতম্য হয়নি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রফতানি থেকে এসেছে ১২৩ কোটি ডলার। প্রায় আট বছর পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে রফতানি আয় হয়েছে ১৩ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বা ১১৩ কোটি ডলার (ডলারপ্রতি ১২২ টাকা হিসাবে)।

অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা কাটিয়ে পণ্য বৈচিত্র্যায়ণের দিকে নজর দিতে হবে। এছাড়া যেসব পণ্য এরই মধ্যে রফতানি আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে, সেগুলোর সম্প্রসারণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ প্রায় ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকার পণ্য রফতানি করেছে। এর মধ্যে শুধু নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস পণ্য তথা পোশাক খাতের আয় ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৩১২ কোটি টাকা; যা ইলেকট্রনিকস, যন্ত্রপাতি, উচ্চমূল্যের টেক্সটাইল এবং কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত পণ্যে বিনিয়োগ বাড়িয়ে রফতানি পণ্যের পরিধি বিস্তৃত করেছে। ফলে তারা বৈশ্বিক বাজারে বহুমুখী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কৌশল গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

দেশের রফতানি আয়ে পোশাক খাতের পরই রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। রফতানির বাজারে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ হিস্যা নিয়ে এ খাতটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও এর প্রবৃদ্ধিতে খুব একটা তারতম্য হয়নি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রফতানি থেকে এসেছে ১২৩ কোটি ডলার। প্রায় আট বছর পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে রফতানি আয় হয়েছে ১৩ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বা ১১৩ কোটি ডলার (ডলারপ্রতি ১২২ টাকা হিসাবে)।

রফতানি আয়ে তৃতীয় অবস্থানে থাকা পাট ও পাটজাত পণ্যের অবদান মাত্র ১ দশমিক ৯ শতাংশ, টাকার অংকে যার পরিমাণ ১০ হাজার ৯৯৪ কোটি টাকা। এছাড়া হোম টেক্সটাইলে ৯ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা (১ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং তুলা ও তুলাজাত পণ্য থেকে আয় হয়েছে ৬ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা (১ দশমিক ১ শতাংশ)।

জুতা ও প্রকৌশল খাত থেকে রফতানি আয়ের অবদান ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ করে। এছাড়া রাসায়নিক পণ্য, বিশেষায়িত বস্ত্র, চিংড়ি, প্লাস্টিক পণ্য ও তামাক পণ্য থেকে হয়েছে দশমিক ৮ থেকে দশমিক ৫ শতাংশ করে রফতানি আয়। আর অন্যান্য খাত থেকে আয় হয়েছে ৬ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ শিল্প, আইসিটি সেবা, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। এসব খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, দক্ষ জনবল তৈরি, মান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়াতে নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়া রফতানি বহুমুখীকরণের পথে প্রধান বাধা হিসেবে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জটিল নীতিমালা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয় এবং আর্থিক সহায়তার ঘাটতির কথা উল্লেখ করছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, বন্দর ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরণ, স্বল্প সুদে ঋণ এবং কর-সুবিধা বৃদ্ধি করা গেলে এসব খাত দ্রুত বিকশিত হতে পারে।

দেশের অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে রফতানি বৈচিত্র্যায়ণের বিকল্প নেই বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা।

তারা বলছেন, 'টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে রফতানি ঝুঁকি কমানো জরুরি। সে ক্ষেত্রে একক খাতনির্ভরতা থেকে বের হয়ে বহুমুখী রফতানি কাঠামো গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তৈরি পোশাক খাত দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে থাকলেও এর পাশাপাশি অন্যান্য খাতকে শক্তিশালী করতে না পারলে ভবিষ্যতে রফতানি আয়ে অস্থিতিশীলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। তাই এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে পণ্য বৈচিত্র্য বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া সময়ের দাবি।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

The Financial Express
2 8 MAR 2026

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir joins the 14th Ministerial Conference (MC14) of the WTO in Cameroon on Thursday.— Photo : PID

Three more LNG-carrying ships to arrive at Ctg port

CHATTOGRAM, March 27 (BSS): Three more ships carrying approximately 200,000 tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) are expected to arrive at Chattogram port within the next five days. One of the ships has already entered the country's territorial waters, with the remaining two scheduled to arrive by Wednesday. The total LNG capacity of the three ships is around 193,000 tonnes.

On Friday, Chattogram Port Authority Secretary Syed Refayet Hamim confirmed that the 'HL Puffin' tanker, carrying 61,997 tonnes of LNG from Australia, arrived at the Kutubdia coast on Thursday. Additionally, two more ships, 'New Brave' with 61,000 tonnes of LNG from Indonesia and 'Celsius Galapagos' with around 70,000 tonnes of LNG from the United States, are expected to reach the port by Wednesday. Md. Nurul Alam, Senior Deputy General Manager of Uni Global Business Limited, the local shipping agent for the two ships, said that both tankers are currently on schedule to arrive as planned.

Approximately 70 percent of Bangladesh's LNG imports come from Qatar, but recent uncertainties in the Middle East have raised concerns about the supply. Two LNG tankers from Qatar were expected to arrive this month, but only one has reached the country, while the other remains stuck at Ras Laffan Port.

In total, seven LNG tankers have arrived this month, compared to the usual 10 to 11 per month. Petrobangla, the state-owned company responsible for LNG imports, is exploring alternative sources to mitigate the supply uncertainty.

Muktadir calls for balanced approach to WTO reforms

FE REPORT

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir has called for a balanced approach to the reforms of the World Trade Organisation (WTO), emphasising that any change must preserve the organisation's core principles and protect the interests of developing nations.

Speaking at the 14th Ministerial Conference (MC14) during a session titled "WTO Reform: Fundamental Issues" on March 26, the minister acknowledged that while reforms were necessary to meet the modern realities, they should not undermine the foundation of the multilateral trading system, according to a press release issued by the commerce ministry.

> Reforms shouldn't undermine the multilateral trading system's foundation, he says

The conference started on March 26 in Yaoundé, the capital of Cameroon, and will continue until tomorrow (March 29).

A six-member Bangladesh delegation, including Commerce Secretary Mahbubur Rahman, has already joined the global mega event.

Minister Muktadir highlighted that the WTO was built on the pillars of non-discrimination, inclusivity, and consensus-based decision-making.

He noted that these rules had provided vital benefits for the Least Developed Countries (LDCs) and developing nations alike.

"The current rule-based multilateral system has ensured equity and inclusion in global trade. We must be careful not to dismantle a structure that has taken decades of effort to build," the minister stated.

He pointed out that despite the 2008 financial crisis and the Covid-19 pandemic, the existing trade framework had successfully fostered consistent income growth in many nations over the last three decades.

This, he argued, was a testament to the system's effectiveness.

As the global trade community discusses the future of the WTO, Bangladesh maintains that the reform process must be handled with extreme caution.

The goal, according to the minister, should be to maintain the integrity of the system while ensuring outcomes remain development-oriented for all 166 member states.

rezamumu@gmail.com